দৈনিক ইনকিলাব

018

তারিখ 16 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন হচ্ছে

দিনাজপুর, ১৪ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— প্রায় ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলায় ২১টি প্রাইমারী স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে।

সরকারী সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফ্যাসিলিটিজ দপ্তরের অধীনে দিনাজপুর সদর, বিরল, কহারোল, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, বিরামপুর উপজেলায় ২টি এবং বোদাগঞ্জ, খানসামা, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর উপজেলায় ১টি করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি ভবন নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ২২ হাজার ৯৩৫ টাকা। গত জানুয়ারী পর্যন্ত সমগ্র প্রকল্পের ৫০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।।

অপরদিকে, প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর, পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী পৌরসভা এলাকায় ৫টি শহর প্রাইমারী স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

যশোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার ৮টি উপজেলায় ১৮টি সরকারী প্রাথমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। বন্যা পুনর্বাসন দ্বিতীয় দফা কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুবিধা প্রদান বিভাগ গৃহীত এর নির্মাণ বাবদ ৫৮ লাখ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এগুলো আইডিএ এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে।

এ প্রকল্পে প্রতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি করে নলকূপ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধাসহ ভবনগুলো আধাপাকা করে নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে।

বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলায় ৩টি করে? যশোর সদর, চৌগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া এবং অভয়নগর উপজেলায় ২টি করে ভবন নির্মাণ করা হবে।

মেহেরপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সম্প্রতি মেহেরপুর জেলার মুক্তি যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত দু'টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২০ হাজার টাকার সরকারী মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যালয় দু'টি হচ্ছে সদর উপজেলার নূরপুর গ্রামের শহীদ মোক্তার আলী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গাংনী উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামের হারেজউদ্দীন প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মেহেরপুর ইউনিট কমাণ্ডার জনাব কায়েম উদ্দীন জানান এক কালীন মঞ্জুরী প্রাপ্ত অর্থ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।

পিরোজপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, পিরোজপুর জেলার ৭টি উপজেলায় ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধাপাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

এরমধ্যে পিরোজপুর সদর উপজেলায় ৭টি, বানরিপাড়া উপজেলায় ৩টি, কাউখালী উপজেলায় ৬টি, ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় ৩টি, নেছারাবাদ উপজেলায় ৩টি, মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ৪টি এবং নাজিরপুর উপজেলায় ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধাপাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে সংবাদদাতা জানান, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে বাগেরহাট জেলার ৯টি উপজেলায় ৪৫,২১,০৯০·০০ টাকা ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে ব্যয়ে ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষ, সৌচাগার ও লাইব্রেরী কক্ষ নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রতিটি স্কুলের জন্য ৩ লাখ ২২ হাজার ৯৩৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের উদ্যোগে রংপুর জেলার ৮টি উপজেলার প্রতিটিতে ২টি করে মোট ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এরমধ্যে ১৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে এবং অপর দু'টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, এই বিভাগ গত অর্থ বছরে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে রংপুর জেলায় ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করেছে।

গাইবান্ধা থেকে সংবাদদাতা জানান, উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের প্রায় ২শ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট চলতি অর্থ বছরে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ উন্নয়নের এ পরিকল্পনা বাস্তববায়ন করছে।

এর মধ্যে ১৪৯টি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং বাকিগুলোর কাজ শীঘ্র শেষ হবে।

জামালপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলার ৭টি উপজেলায় ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৬৩ লাখ ৬৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে।

প্রকাশ, প্রতিটি উপজেলায় ৩টি করে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। তন্মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩ লাখ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এসব প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শেরপুর টাউন থেকে সংবাদদাতা জানান, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলার ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উন্নয়ন স্কীমের আওতায় নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১১টি বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এবং ১০টি বিদ্যালয় বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে।

বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে, শেরপুর সদর উপজেলায় গ্রামীণ প্রাইমারী উন্নয়নের জন্য ৫টি বিদ্যালয় হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে ২টির কাজ শেষ হয়েছে এবং অপর ৩টির কাজ এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া টাউন প্রাইমারী উন্নয়নের জন্য ৩টি বিদ্যালয় গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ১টির কাজ শেষ হয়েছে এবং অপর ২টির কাজ চলছে। শ্রীবর্তী উপজেলায় ৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে অপর ২টির কাজ চলছে। নকলা উপজেলায় ৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩টির কাজ শেষ হয়ে গেছে।